গৃহশ্রমিক নির্যাতন প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা

দিলারা রেখা

গৃহশ্রম বা গার্হস্থ্য কর্মকাণ্ড মানুষের জীবনধারণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সাধারণত পরিবারের নারী সদস্যরা এই দায়িত্বটি পালন করলেও তাদের সহায়ক হিসেবে যুক্ত হয় পরিবারের বাইরের কেউ, যাদের আমরা কাজের লোক বলি। প্রচলিত ধ্যান ধারণায় গৃহস্থালি কর্মকাণ্ড নারীর কাজ বলে বিবেচিত হওয়ায় সাধারণত এই পেশায় নিয়োজিত হতে দেখা যায় মেয়েশিশু, কিশোরী, মধ্যবয়সী বা পৌঢ়সহ সকল বয়সী নারীদের। সমাজে গৃহশ্রম এখনো অদৃশ্য, স্বীকৃতিহীন ও পরিমাপবিহীন রয়ে গেছে। তাই স্বাভাবিক কারণেই পরিবারে নারীর কাজকে মূল্যায়ন করা হয় না, অর্থাৎ নারীকে 'গৃহবধূ' বা 'ঘরনি' নামে আখ্যায়িত করে তাদের রাষ্ট্রের মোট শ্রমশক্তি থেকে বাইরে রাখা হয়। একইভাবে পরিবারের বাইরের যে নারীটি এই পেশায় নিয়োজিত থাকেন তাকেও পেটেভাতে, দু-তিন প্রস্থ কাপড় কিংবা ন্যূনতম পরিমাণ নগদ টাকার বিনিময়ে এই কাজে যুক্ত করা হয় বা তারা নিজেরাই যুক্ত হন।

কেন নারীরা গৃহশ্রমে আসেন?

ব্যাপকহারে নারীদের এই পেশায় আসার প্রধান কারণ যে দারিদ্র্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী হয়ে জন্ম নেয়ার কারণে ছোটবেলা থেকেই গৃহস্থালি কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবেই নারীর মধ্যে এ কাজের অভ্যাস ও দক্ষতা গড়ে ওঠে। ধরে নেয়া হয় যে, এ কাজের ঝুঁকি বা ঝামেলা কম। কোনো ধরনের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা বা কারিগরি দক্ষতা ছাড়াই এ কাজ করা সম্ভব। এ কারণে গ্রামে-গঞ্জে অভাব অনটনের মধ্যে বসবাসকারী নারী কাজের সন্ধানে শহরে এলে প্রথমেই টার্গেট থাকে বাসাবাড়িতে কাজের বুয়া হিসেবে ঢোকা।

গৃহশ্রমিকের ধরন

পারিবারিক-সামাজিক অবস্থা ও ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন বয়সের নারীরা বিভিন্ন কারণে গৃহশ্রমিক হিসেবে কাজ করে থাকেন, যেমন—

মেয়েশিশু ও কিশোরী : মেয়েশিশু এবং কিশোরীরা কাজ করতে আসে অবশ্যই দারিদ্র্যের কারণে। অধিক সন্তান জন্মদানের কারণে পিতামাতা যখন সন্তানদের ভরণপোষণ করতে পারেন না, স্কুলের খরচ বহন করতে পারেন না, তিনবেলা খাবার দিতে পারেন না, তখনই তাদের অন্যের বাড়িতে কাজ করতে পাঠান। এক্ষেত্রে তাদের কোনো মতামত থাকে না। বাবা-মা যেখানে দেন তারা সেখানেই যায়। এরা শুধু শ্রম দিয়ে যায়, কিন্তু মাইনেটা ভোগ করেন বাবা-মা।

মধ্যবয়সী নারী : মধ্যবয়সী (এদের মধ্যে থাকে তালাকপ্রাপ্ত, স্বামী পরিত্যক্ত ও বিধবা) নারীরাও অভাব এবং দারিদ্র্যের কারণে গৃহশ্রমিক হিসেবে কাজ করতে আসেন। এ খাত থেকে তাদের উপার্জিত টাকাটা সংসার-সন্তানের পিছনে খরচ হয়। বেশির ভাগ সময় দেখা যায়, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তাদের মা-বাবার কাছে রেখে তারা অন্যের বাড়িতে কাজ করতে যান।

বৃদ্ধা : ছেলেমেয়েদের সংসার বড়ো হয়ে গেলে দারিদ্র্যের কারণে বাবা-মায়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব ছেলেমেয়েরা নিতে চায় না। এ সময় পরিবারের বয়স্ক দুজন মানুষের জীবন জীবিকা কঠিন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় বৃদ্ধ পুরুষটিকে বাড়িতে রেখে বৃদ্ধ নারীটি অন্যের বাড়িতে কাজ করতে যান। বৃদ্ধ নারীটি যা আয় করেন তা দিয়ে বৃদ্ধ পুরুষ এবং পরিবারটির জীবন কোনোরকমে কেটে যায়।

গৃহশ্রমিক হিসেবে নারী ও তার প্রতি বৈষম্য, শোষণ ও নির্যাতন

আমাদের সমাজব্যবস্থায় সাধারণত নারীকেই গৃহশ্রমিক হিসেবে দেখা হয়। তার প্রধান কারণ হলো, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, আরো খোলাসা করে বললে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা। আমাদের সমাজব্যবস্থায় ধরেই নেয়া হয় যে, ঘরের কাজ করবে নারী এবং নারীকে যে সহযোগিতা করবে তাকেও অবশ্যই নারী হতে হবে। এই ধারণা থেকেই সাধারণত

গৃহশ্রমিক হিসেবে নারীকে চিন্তা করা হয়। ফলে যারা গৃহশ্রমিক রাখেন স্বাভাবিকভাবে তাদেরও মাথায় থাকে একজন নারীকে রাখার কথা।

আগের দিনে ঘরের কাজ করার জন্য নারীর পাশাপাশি অনেক পুরুষকেও দেখা যেত। সময়ের পরিবর্তন, শিক্ষার বিস্তার এবং শিল্পায়নের ফলে নতুন নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হওয়ায় পুরুষরা এখন বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় কাজে জড়িয়ে পড়েছেন। নারীদের এ সুযোগ কম বলে তাদের ঘরের কাজকর্ম করতেই বেশি দেখা যায়। অন্যদিকে, যে পরিবার থেকে গৃহশ্রমিকরা আসে সেই পরিবারগুলোও নারীদেরই (শিশু ও কিশোরী) গৃহশ্রমিক হিসেবে দিতে প্রস্তুত থাকে। দেখা যায়, একই বয়সী ভাই-বোন উভয়ে থাকলেও বাবা-মা মেয়েটাকেই অন্যের বাড়িতে কাজ করার জন্য দিতে চান। কন্যাশিশুর প্রতি এই নির্যাতন নিজ পরিবার থেকেই শুরু হয়।

কাজ করতে এসে প্রথমেই সে পরিচিত হয় একজন কাজের মেয়ে হিসেবে। একটু বয়স্ক হলে তারা হন কাজের বুয়া। তাদের যে একটা নাম আছে, সেটা আড়াল করে তাদের (বিশেষত ছোট মেয়েদের) ডাকা হয় ছুকরি, ছেমরি, পিচ্চি বলে। তাদের প্রতি বৈষম্যটাও চোখে পড়ার মতো। তাদের থাকা, খাওয়া এবং বিশ্রামের জায়গা হয় রান্নাঘর। পরিবারের অন্য সবার সাথে গল্প করা তো দূরের কথা, শুধু আদেশ পালনই হলো তাদের একমাত্র কর্তব্য। তাদের প্রতি আচরণটা হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে কিশোরী বাবা-মায়ের আদর ছেড়ে এসেছে, যে নারী তার সংসার ছেড়ে এসেছেন তারা প্রথমেই ধাক্কা খান এখানে। তাদের পদে পদে বুঝিয়ে দেয়া হয়, তুমি কাজের মেয়ে। কাজ করার জন্যই তোমাকে রাখা হয়েছে।

দেখা যায়, একটা পরিবারে নারী গৃহশ্রমিক ছাড়াও বিভিন্ন কাজের জন্য আরো কিছু লোক থাকে। যেমন ড্রাইভার, মালি, কেয়ারটেকার। সাধারণত এই মানুষগুলো হন পুরুষ। এদেরও মাইনে দেয়া হয়, যাদের বলা হয় বেতনভুক্ত কর্মচারী। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে, এই মানুষগুলোর সাথে যে ধরনের ব্যবহার করা হয় তা অনেকটাই ইতিবাচক। তাদের খাবারদাবারের প্রতি বেশ ভালোই নজর রাখা হয়। এটা দেখাও গৃহশ্রমিকের দায়িত্ব। অথচ গৃহশ্রমিকের সাথে যে আচরণটা করা হয় তা অন্য কোনো বেতনভুক্ত কর্মচারীর সাথে করা হয় না। দেখা যায়, একমাত্র নারী বলেই তাদের ওপর এই ধরণের নির্যাতন করা হয় এবং নারী বলেই তারা এ ধরনের বৈষম্যের শিকার হন।

বাংলাদেশে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে প্রচুর নারী কাজ করছেন। ইট ভাঙা থেকে শুরু করে মাটি কাটা, বিড়ি বানানো, বিল্ডিং ইমারত তৈরি, রাস্তাঘাট মেরামত— কোথায় নেই নারীরা! এই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতগুলোর মধ্যে একটি খাত খুব সুপ্তভাবে আছে, যে খাতের শ্রমিকদের নিয়ে কেউ কোনো কথা বলেন না, তা হলো গৃহকর্মে নিয়োজিত নারীশ্রমিক। এই শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কখনো কোনো আন্দোলন হয় নি, সমাবেশ হয় নি। একমাত্র ঢাকা শহরেই প্রায় ২০ লাখ নারীশ্রমিক গৃহকর্মে নিয়োজিত আছে। সারা বাংলাদেশের কত নারী গৃহকাজে শ্রম দিচ্ছেন তার পরিসংখ্যান তো করাই হয় নি। এরা শুধুই খবরের কাগজের সংবাদ হন নির্যাতিতা হিসেবে, নিপীড়িত হিসেবে। মাঝে মাঝে এদের প্রতি নির্যাতনের যে চিত্র পত্রিকায় ছাপা হয় তা দাসপ্রথার বর্বরতাকেও হার মানায়।

কিছু কিছু পরিবার প্রতিনিয়ত গৃহশ্রমিকদের সঙ্গে বিরূপ বা রূঢ় আচরণ করে। সেই সাথে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য ও নির্যাতন চালিয়ে থাকে। নির্যাতনের মাত্রা চরমে পৌঁছলেই কেবল সংবাদপত্রের পাতায় এসব উঠে আসে এবং বিভিন্ন সংগঠনের তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির তথ্য মতে, ২০০৮ সালে সারা দেশে মোট ১২১ জন গৃহশ্রমিক বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে ৩৩ জন শারীরিক নির্যাতন, ২৬ জন খুন, ১৮ জন ধর্ষণ, ১ জন গণধর্ষণ, ১০ জন ধর্ষণের পর খুন, ২ জন প্ররোচিত আত্মহত্যা ও ১১ জন অস্বাভাবিক মৃত্যুর শিকার হয়েছে। নির্যাতনের শিকার বেশিরভাগের বয়সই ১৮ বছরের নিচে। মোট ১২১টি ঘটনার মধ্যে ৯৪টি ঘটনায় মামলা হয়েছে। সামান্য কারণে বকা-ঝকা, দু-একটি চড়-থাপ্পড় থেকে শুরু করে গরম খুন্তি-ইস্ত্রি দিয়ে কাজের মেয়েকে পুড়িয়ে দেয়া বা ছ্যাঁকা দেয়ার মতো শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা আমরা প্রায়ই পত্রিকায় দেখতে পাই। এই নির্যাতনের সাথে সাধারণত বাড়ির গৃহিণীকেই জড়ানো হয়, অথচ একটা পরিবারে অনেক মানুষ থাকে, যাদের সকলেই গৃহশ্রমিকের সেবা গ্রহণ করে। পাশাপাশি যে পরিবারে গৃহশ্রমিককে নির্যাতন করা হয়, সে পরিবারের প্রায় সকল সদস্যই কমবেশি নির্যাতনে অংশ নিয়ে থাকে অথবা সমর্থন করে থাকে। কিন্তু আমরা দেখি গৃহিণী কর্তৃক হওয়া নির্যাতনের ঘটনাগুলোই পত্রপত্রিকায় তুলনামূলকভাবে বেশি কাভারেজ পায়। এর কারণ গৃহিণীও একজন নারী। নারীকে অপদস্থ করাই যেন এক্ষেত্রে মিডিয়ার মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে। পরিবারের অন্য সদস্যদের আলোচনার বাইরে রেখে দুজন নারীকে নিয়েই খবরটা পূর্ণতা পায়, যা অনেক সময় হয় অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিক।

কেন এই নির্যাতন?

সত্যিকার অর্থে নির্যাতনটা বাড়ির লোকদের মনস্তাত্ত্বিক গঠনের ওপর নির্ভরশীল। পরিবারের ধরনের ওপরও গৃহশ্রমিক নির্যাতনের মাত্রা নির্ভর করে। চাকুরিজীবী এবং যে সকল পরিবারের নারীরা চাকুরি করে না এই দুই পরিবারের মধ্যে নির্যাতনের মাত্রা ও ধরন দুই রকম। বিশেষ করে চাকুরিজীবী পরিবারে গৃহশ্রমিকের ওপর পরিবারের অনেক কিছু নির্ভর করে, অনেক দায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত থাকে। ফলে এসব পরিবারে নির্যাতনটা কম হয়। এর বড়ো কারণ হলো, এ ধরনের পরিবারে গৃহশ্রমিক না থাকলে গৃহই অচল হয়ে যাবে এই ভয়টা সবার মধ্যে থাকে। অন্যদিকে যে সকল পরিবারের নারীরা বাইরে কাজ করেন না, সারাক্ষণ ঘরে থাকেন তাদের সাথে গৃহশ্রমিকের বিরোধ বেশি লক্ষণীয় হয়। এ সবকিছুই নির্ভর করে ব্যক্তি মানুষের ওপর।

গৃহিণীর সাথে গৃহশ্রমিকের সম্পর্ক খারাপ না হয়ে বরং ভালো হতে পারে। তার কারণ গৃহিণী এবং গৃহশ্রমিক দুজনই নারী। এ দুজন নারীর অবস্থা ভিন্ন হতে পারে কিন্তু অবস্থানে অনেক মিল। এই দুজন নারীর কারোরই নিজের বাড়ি নেই, পরিবারে কেউই নিজে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, সম্পত্তিতে কারো অধিকার নেই, রাষ্ট্রের সকল আইন দুজনের জন্যই সমান। তারপরও গৃহিণীর সাথে গৃহশ্রমিকের সংঘর্ষ হয়। এর কিছু কারণ হতে পারে নিম্নরূপ—

- গৃহিণীর সাথে সবচেয়ে বেশি কাজের সম্পর্ক গৃহশ্রমিকের, সে কারণেই তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব বেশি হয়।
- ঘরের অন্য সবার কাজগুলোও গৃহিণীকে করতে হয় বা করাতে হয়, যার জন্য কাজগুলো ঠিকমতো না হলে গৃহিণীকেই সবার ভর্ৎসনা শুনতে হয়। এটার প্রভাব পড়ে গৃহশ্রমিকের ওপর।
- অনেক গৃহিণী ব্যক্তিগত জীবনে বিভিন্ন নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হন বলে অবচেতন মনেই খড়্গহস্ত হন গৃহশ্রমিকের ওপর।
- পরিবারের পুরুষ সদস্য দ্বারা গৃহশ্রমিকের ওপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা হরহামেশাই লক্ষ করা যায়। ভয় দেখিয়ে, বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বা জোরপূর্বক এই নির্যাতন সংঘটিত হয়। যৌন নির্যাতনের ফলে অন্তসত্ত্বা হয়ে পড়লে নির্যাতনকারীর চাপে গর্ভপাত করতে গিয়ে অনেক গৃহশ্রমিক নারীর অসুস্থ হবার ঘটনাও শোনা যায়। এমনকি কারো কারো মৃত্যুও ঘটে। এ ধরনের ঘটনা গৃহিণী জানতে পারলে নির্যাতনকারীকে (পুরুষদের) কিছু বলতে না পেরে বা না বলে এই অবস্থার জন্য গৃহশ্রমিককে দায়ী করেন এবং তার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়।
- আমাদের সামন্ততান্ত্রিক মন-মানসিকতা গৃহশ্রমিকদের দুরবস্থার জন্য অনেকটা দায়ী। আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ, যাঁরা কাজের জন্য নিয়োগ দেন, তাঁরা এমন আচরণ করেন যেন কাজ বা আশ্রয় দিয়ে বিশেষ দয়া করে ফেলেছেন। সেটা যদি হয় গৃহশ্রমিক তাহলে তো কথাই নেই। ওই গৃহশ্রমিকের কাছ থেকে প্রতিটি পাই-পয়সার হিসাব উসুল করে নিতে চান। তাদের কোনো কাজেই ভুল-ত্রুটি করা চলবে না। সবসময় চোখের সামনে উপস্থিত থাকতে হবে, যাতে কোনো প্রয়োজন হলেই নির্দেশ দেয়া যায়। চাওয়া হয় যে, তারা কখনোই ক্লান্ত হবে না বরং মুখ বুজে সব সহ্য করবে।
- গৃহশ্রমিকের দারিদ্র্য এবং দুর্বল সামাজিক-অর্থনৈতিক-শারীরিক অবস্থার কারণে কর্তৃত্ব ফলানোর সুযোগ পেয়ে অনেকে (নারী-পুরুষ উভয়েই) কারণে অকারণে ক্ষমতার দাপট দেখান।

পরিবারের অন্যান্যের ভূমিকা

গৃহশ্রমিক নির্যাতন বন্ধ করতে পরিবারের সবারই কমবেশি ভূমিকা রয়েছে। যে পরিবারে গৃহশ্রমিককে নির্যাতন করা হয়, ধরেই নিতে হবে সেটা অসুস্থ পরিবার। গৃহশ্রম কোনো নির্যাতন বা শোষণের হাতিয়ার নয়। মনে রাখতে হবে, গৃহশ্রমিক হিসেবে যে কাজ করছে সে পরিবারের সকল সদস্যকে সেবা প্রদান করছে। তার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তার ওপর নির্যাতন চালানো কোনো সভ্য বা সুস্থ মানুষের পরিচয় হতে পারে না। তাছাড়া এসব পরিবারে যেসব শিশু থাকে, তাদের ওপরও এর প্রভাব পড়ে। বড়ো হয়ে গৃহশ্রমিকের ওপর একই কায়দায় নির্যাতন চালাবার শিক্ষাটা তারা এখান থেকেই পায়। পরিবার যদি ভালো ব্যবহার করে, পরিবারের সবাই যদি গৃহশ্রমিককে পরিবারের সদস্যই মনে করে, তাহলে ওই গৃহকর্মীও নিজেকে ওই পরিবারের একজন সদস্য মনে করতে শিখবে। এই মানসিকতা সবার মধ্যে তৈরি হওয়া প্রয়োজন। যদিও গৃহশ্রমিককে তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব মূলত গৃহিণীই পালন করে থাকেন, তাই তিনি যেমন তাদের প্রতি রূঢ় আচরণ করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সচেতন হবেন, তেমনি পুরুষ সদস্যসহ অন্যরাও এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন। পুরুষরাও যাতে গৃহশ্রমিকের প্রতি রূঢ় আচরণ করাসহ যৌন হয়রানি করা থেকে বিরত

থাকেন, সে ব্যাপারে পরিবারের সকলের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যৌন নিপীড়ন করা যে জঘন্য অপরাধ, সে বিষয়ে পরিবারের প্রত্যেককে বোঝাতে হবে এবং এর শাস্তি সম্পর্কে জানাতে হবে। পরিবারের কেউ এ ধরনের অপরাধ করলে তাকে আশ্রয়-প্রশ্রয় না দিয়ে তার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হবে। তাকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে।

করণীয়

গৃহশ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। আমরা ভুলে যাই যে, দারিদ্র্যের কারণে অথবা দুরবস্থার শিকার হয়েই তারা গৃহশ্রমিক হিসেবে কাজ করতে এসেছে। তারা আমাদের কাছ থেকে দয়াদাক্ষিণ্য নিচ্ছে না, বরং শ্রমের বিনিময়ে মজুরি নিচ্ছে। গৃহশ্রমিকদের শ্রমিক হিসেবে যথাযথ মর্যাদা ও স্বীকৃতি দিতে হবে। তাই গৃহশ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণে আমাদের দুটি পর্যায়ে কাজ করতে হবে—

পারিবারিক পর্যায়

- গৃহশ্রমিককে পরিবারের সদস্য মনে করতে হবে;
- গৃহের কাজ করা মোটেও খারাপ নয়, গৃহশ্রমিক রাখাও খারাপ নয় কিন্তু তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটা ইতিবাচক হতে হবে;
- গৃহশ্রমিকদের সঙ্গে বৈষম্য ও নির্যাতন না করে ভালো ব্যবহারসহ ভালো খাওয়া-পরা-থাকার ব্যবস্থা করতে হবে;
- গৃহশ্রমিক আমাদের কাজে সহযোগিতা করে আমাদের কর্মভার লাঘব হয়। এটা তাদের বলা ও বুঝতে দেয়া দরকার। তাতে তারা কিছুটা হলেও মানসিক শান্তি পাবে এবং প্রফুল্ল থাকবে;
- কোনো সমস্যা হলে তা দূর করার জন্য বকাঝকা না করে তাদের ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে;
- নিয়মিত মজুরি পরিশোধ করতে হবে;
- তাদের চিকিৎসা ও বিনোদনের সুযোগ দিতে হবে।

জাতীয় পর্যায়

- গৃহশ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট এবং ন্যূনতম বেতন কাঠামো, ছুটি ইত্যাদিসহ নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে;
- গৃহশ্রমের জন্য একটি শ্রমনীতি বা পলিসি প্রণয়ন করা কিংবা আন্তর্জাতিক শ্রম আইনে নির্দেশিত বিধানসমূহ যেন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে;
- গৃহশ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণে সংগঠন গড়ে তুলবার সুযোগ দিতে হবে;
- গৃহশ্রমিকদের ওপর শারীরিক বা যৌন নির্যাতন বন্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে;
- গণমাধ্যমে গৃহশ্রমিকদের গুরুত্ব ও অবদান উল্লেখ করে ইতিবাচক প্রচারণা চালাতে হবে, যাতে মানুষ তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে;
- শিশু গৃহশ্রমিকদের জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত স্কুলের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

উপসংহার

গৃহশ্রমিকের প্রতি বৈষম্য, শোষণ-নির্যাতন যারা করে তারা কোনো পেশাদার অপরাধী নয়, বরং অনেকেই শিক্ষিত এবং সমাজে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের সদস্য। তাদের অনেকেই নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হলেও তার নিজের দ্বারা বা নিজের গণ্ডির ভিতরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে তারা বিশেষ সচেতন নন। তাই গৃহশ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গণসচেতনতার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং আইনি ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

দিলারা রেখা সমন্বয়কারী, অ্যাডভোকেসি সেল, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ। dilara_rekha@yahoo.com।